কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৭ OCT 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে

দ্রুত কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করুন

টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি হলো শিক্ষা। নাগরিকদের শিক্ষা ও দক্ষতা যত বাড়বে, অর্থনৈতিক উন্নয়নও তত বেশি গতি পাবে। আর শিক্ষার মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। ভিত মজবুত হলেই উচ্চতর শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব। গত এক দশকে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক দূর এগিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নের হার ছিল ৫২.৮ শতাংশ। ২০১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী সেই হার ৭৮.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর পরও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ১৩৯টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩২টি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে না পারা শিক্ষার্থীর হার ২০ শতাংশের বেশি। আমরাও আছি সেই ৩২ দেশের তালিকায়। বাংলাদেশে এই হার ২১.৪ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থান এখনো তলানিতেই। গত রবিবার ঢাকায় প্রকাশিত 'এডুকেশন ফর অল' (ইএফএ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। তার মানে, দেশ এগিয়ে নেওয়ার জন্য ভিত্তি তৈরির যে কাজটি সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল, সেখানেই আমাদের রয়ে গেছে অনেক দুর্বলতা।

প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য নানা ধরনের সুপারিশও করা হয়েছে। উঠে এসেছে নানা অসংগতির চিত্র। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষকের সংখ্যা ও শিক্ষাদানে কাঙ্ক্ষিত মানের ঘাটতি। আছে শিক্ষার পরিবেশের ঘাটতিও। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্রুত কমপক্ষে আরো ৫০ শতাংশ মানসম্পন্ন শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মানোন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া। এ ছাড়া ভর্তি ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা নেওয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরও শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ অংশ মৌলিক সাক্ষরতা ও গণিতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।' তার অর্থ প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত মান অর্জিত হচ্ছে না। এ অত্যন্ত দুঃখজনক। এই মানহীন শিক্ষা দীর্ঘায়িত হলে আরো পিছিয়ে পড়তে হবে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান অর্জনের ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী দুর্বলতাগুলো স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'তা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি।' আমরাও চাই, রিপোর্টে উপস্থাপিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিক। যুগোপযোগী ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই বা স্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী হোক।